দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 25 APR 2007
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভুয়া ভর্তি॥ বাইরের একটি প্রতিষ্ঠানসহ ৯ জনের সিন্ডিকেট জড়িত

মোশতাক আহমেদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুয়া ভর্তি সিন্ডিকেটের সন্ধান মিলতে শুরু করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভুয়া ভর্তির সঙ্গে বাইরের একটি প্রতিষ্ঠানসহ মোট নয়জনের একটি সিন্ডিকেট জড়িত রয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে প্রমাণ পেয়েছে অবৈধ ভর্তিসংক্রান্ত তদন্ত কমিটি। এর মধ্যে

প্রাথমিকভাবে প্রমাণ পেয়েছে অবৈধ ভর্তি সংক্রান্ত তদন্ত কমিটি

পাঁচজন বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং চার ব্যক্তি বহিরাগত।

এদিকে দেশের প্রধান বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একের পর এক ভুয়া শিক্ষার্থী ভর্তি নিয়ে চরম বেকায়দায় পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। শত শত শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী থাকা সত্ত্বেও কিভাবে লাখ লাখ টাকার বিনিময়ে এত ভুয়া শিক্ষার্থী ভর্তি হলো এ নিয়ে ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে তীব্র সমালোচনা শুরু হয়েছে। ছাত্র-

(২- পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

(প্রথম পাতার পর)

শিক্ষকরা এজন্য প্রশাসনের ব্যর্থতাকেই দায়ী করেছেন। এমন জটিল পরিস্থিতিতে ভুয়া ভর্তি শনাক্ত করতে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন সমস্ত শিক্ষার্থীই ব্যাপারে খোঁজ নিতে শুরু করেছে কর্তৃপক্ষ। তবে কর্তৃপক্ষ বলছে, প্রকৃত শিক্ষার্থীদের আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। যারা অবৈধভাবে ভর্তি হয়েছে কেবল তাদেরই শনাক্ত করতে এটি করা হচ্ছে। কর্তৃপক্ষ এ নিয়ে একের পর এক মিটিং করে যাচ্ছে। এ সংক্রান্ত তদন্ত কমিটিও দ্রুত কাজ করে যাচ্ছে। তদন্তের বর্তমান অবস্থা জানতে অবৈধ ভর্তিসংক্রান্ত তদন্ত কমিটির প্রধান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য অধ্যাপক আফম ইউসুফ হায়দারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, ইতোমধ্যে দু'টি রিপোর্ট জমা দেয়া হয়েছে। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। আমরা সন্ধান করছি এবং তা চলতে থাকবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বশীল একটি সূত্র বলেছে, তদন্ত কমিটি ভুয়া ভর্তির সঙ্গে একটি প্রতিষ্ঠানসহ নয়জনের একটি সিন্ডিকেট জড়িত থাকার প্রাথমিক প্রমাণ পেয়েছে। তবে তদন্তের স্বার্থে এখনই এই সিন্ডিকেটের নাম প্রকাশ করা যাচ্ছে না। সূত্রটি বলেছে, এখনই নাম প্রকাশ হয়ে গেলে তারা সতর্ক হয়ে যাবে। তবে সূত্রটি বলেছে, উক্ত প্রতিষ্ঠানটি একটি কনসালটান্সি ফার্ম। আর বহিরাগত চারজনের মধ্যে একজনের নাম আব্দুর রাজ্জাক। এদের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা নিতে পুলিশকেও অবহিত করা হয়েছে।